APR. 0 1 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ১

# মনপুরা কলেজ উন্নয়নে সরকারী পদক্ষেপ জরুরী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ জেলা ভোলা। সেই ভোলারই একটি উপদ্বীপ মনপুরা উপজেলা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এই উপজেলায় ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মনপুরা কলেজ। ১৯৯৭ সালে একটি বেসরকারী সংস্থা এই কলেজের জন্য দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ করে দেয়। এই ভবনই মনপুরা কলেজের জন্য দ্বিতীয় ভরসা। ভবনের দ্বিতীয় তলায় চারটি কক্ষে রয়েছে শিক্ষক মিলনায়তন, অফিস, বিজ্ঞানাগার ও পাঠাগার। নিচের চারটি কক্ষে চলে একাডেমিক ক্লাস। এই কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় চার শতাধিক। ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার কারণে ক্লাস পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরাও পোহাচ্ছে চরম দুর্ভোগ। মনপুরা একটি দুর্গম চরাঞ্চল এলাকা হওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী নিয়মিত কলেজে আসতে পারছে না। ফলে একাডেমিক ভবন সৃষ্টির পাশাপাশি একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম জানান, গত বছর ৪৮ লাখ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি নতুন ভবনের টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সে কাজ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

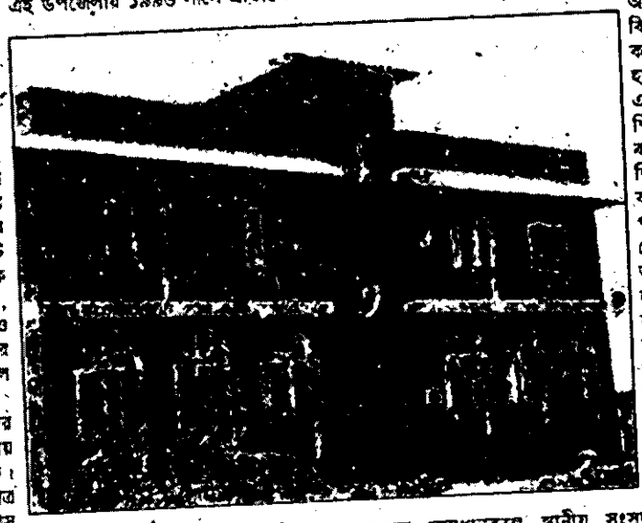



এই কলেজের ৩৫ জন শিক্ষক ও ২৪ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৭ জন শিক্ষক এবং ৮ জন কর্মচারী সরকারী বেতন পাচ্ছে না। কলেজ থেকে তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হয়। অথচ সে অনুযায়ী কলেজের প্রয়োজনীয় তহবিল নেই। ফলে কলেজের ঋণের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে। মনপুরা উপজেলার হাজার হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা, এই কলেজটির সার্বিক সমস্যা সমাধানকল্পে স্থানীয় সংসদ সদস্য নাজিমউদ্দিন আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছে মনপুরাবাসী।

□ আযাদ আলাউদ্দীন